১.৩ ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণাটির প্রতিফলন Reflection of the concept of Secularism in the Constitution of India

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাবর্গ ভারতবর্ষকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত না করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার অনন্তশায়ানাম আয়েঙ্গার (A. Ayyangar)-এর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "আমরা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ" ("We are pledged to make the state a secular one.")।

ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ এই চারটি ধারাতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে যে বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে তার মাধ্যমেই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংবিধানের ২৫নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্ম গ্রহণ, ধর্ম পালন ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। এই অধিকারটি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। এ ছাড়া, রাষ্ট্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [২৫(২)(ক) ধারা]। আবার সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণির হিন্দুদের কাছে উন্মুক্ত রাখার জন্যও রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে [২৫(২)(খ)]। সংবিধানে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু বলতে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও বোঝানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(খ) নং ধারায় নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার কথা বলা হলেও শিখ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে যে, তারা কৃপাণ ধারণ ও বহন করতে পারবে।

২৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় (Religious denomination) (১) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার, (২) নিজ নিজ ধর্মবিষয়ক কার্যাবলি পরিচালনা করার, (৩) স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করার এবং (৪) আইনানুসারে ওই সম্পত্তি পরিচালনা করার অধিকার ভোগ করবে। এই অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, নীতিবোধ ও জনস্বাস্থ্যের কারণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতি অথবা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রকার কর প্রদান করতে বাধ্য করা যাবে না।

২৮নং ধারায় বলা হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থ দ্বারা পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং ধর্মমূলক উপাসনায় যোগদান করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আবার, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিংবা সরকারি অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত, সেগুলিতেও শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যায় না। তবে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু কোনো দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায়, যদি দাতার উইলে কোনো বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ থাকে।

২৫ থেকে ২৮নং ধারাগুলি ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সংবিধানের প্রস্তাবনায় মত প্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

সংবিধানের ১৪নং ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

সংবিধানের ১৫ এবং ১৬ নং ধারায় ধর্ম, বর্ণ, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৫(১) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। আবার এই সমস্ত কারণের জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা প্রমোদস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে অথবা রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত নলকূপ, জলাশয়, স্নানের ঘাট, পথ বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নাগরিকের প্রবেশের ওপর কোনো শর্ত বা বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না [১৫(২)]। তবে সংবিধানের ১৫(৩) এবং (৪) নং ধারায় বলা হয়েছে যে স্ত্রীলোক, শিশু, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি ও উপজাতির নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, সেইসব ব্যবস্থা সাম্য নীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

সংবিধানের ১৬নং ধারা অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্যের জন্য কোনো নাগরিক সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না কিংবা তার প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। নিয়োগ ছাড়াও বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকরী হবে। অবশ্য এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণস্বরূপ (১) রাষ্ট্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসগত শর্ত আরোপ করতে পারে, (২) অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র সরকারি পদ বা চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে, (৩) রাষ্ট্র তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে।

সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে 'অস্পৃশ্যতা'র বিলোপ সাধন করা হয়েছে এবং অস্পৃশ্যতার আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে পার্লামেন্ট অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন পাশ করে অস্পৃশ্যতা মূলক আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় দণ্ডদানের ব্যবস্থা করেছে।

২৯ (২) নং ধারায় বলা হয়েছে যে সরকারের দ্বারা বা সরকারের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কোনো শিক্ষায়তনে ধর্ম, বংশ, বর্ণ ভাষা বা তার কোনো একটির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সংবিধানের ৩০ নং ধারা অনুসারে ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুসহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিই নিজ পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত, কেবল এই কারণে সরকারি সাহায্যের ব্যাপারে এদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না [৩০(২)]।

উপরিউক্ত ধারাগুলি থেকে একথা পরিষ্কার যে, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রখ্যাত সংবিধান বিশারদ **দুর্গাদাস বসু** বলেছেন, "উপরিউক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি একযোগে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি মাত্রায় ধর্মনিরপেক্ষ করে তুলেছে" ("The sum-total of the above provisions makes our state more secular than even the United States of America.")।

Scanned with CamScanner